ভার্সিটি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

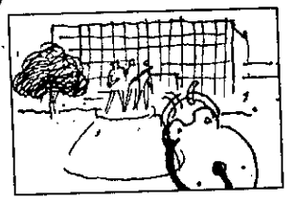

গত রবিবার দৈনিক জনকণ্ঠসহ অন্যান্য পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ, শনিবার রাতে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক হল বাদে সকল হলের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের রবিবার সকাল আটটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা হল ত্যাগ করবে না বলে ঘোষণা দেয়।

গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশী তাণ্ডবের পর গোটা ক্যাম্পাস ফুঁসে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভিসির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও সেই রাতের ঘটনায় দারুণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি জানতে চান, কেন রাতে ছাত্রীহলে পুলিশ গিয়েছিল? প্রধানমন্ত্রী সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা, সেটাই প্রশ্ন। পরাধীন আমলে এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও বিভিন্ন স্বৈরাচারী শাসনামলে অনেকবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হতে পারেনা। সমস্যা সমাধানের আরও পথ আছে। বড় কথা হলো সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রক্টর, সুনির্দিষ্টভাবে ভিসি শামসুন্নাহার হলে পুলিশী তাণ্ডবের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার দায়দায়িত্ব এড়ানোর জন্য যেসব যুক্তি ও বক্তব্য দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। ভিসি এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রীহলের অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য সাবেক প্রভোস্টের ওপর সকল দায় চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ছাত্রীহলে কোন পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি বলে তাঁর হাস্যকর দাবি তিনি আবারও উত্থাপন করেন। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসের আন্দোলনকে তিনি বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা বলে চিহ্নিত করেন। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর আন্দোলনের মুখে এ-ধরনের কথা নিতান্তই অবাস্তব।

ছাত্রীহলে মধ্যরাতে ঢুকে পুলিশের তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় অভিভাবক মহল ও দেশবাসী সকলেই উদ্বিগ্ন। এ-ধরনের ঘটনা কেউই আশা করেনা। এ-ধরনের ঘটনা ঘটল কেন? এর উস্কানি দিয়েছে কে বা কারা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার অধিকার মনে হয় অভিভাবক এবং দেশবাসীর আছে। এই অবস্থায় সরকারকে খুব ঠাণ্ডাভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না-করে এখনই ভিসি এবং প্রক্টরের পদত্যাগের জন্য ছাত্র সমাজের দাবিটির ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এটাই প্রত্যাশিত। মনে হয় এটা সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জরুরী বিষয় হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। এসব ব্যাপারে সরকারের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা কাম্য নয়। সেইসঙ্গে শামসুন্নাহার হলসহ অন্যান্য হল থেকে বহিরাগতদের অবিলম্বে বের করে দিয়ে বৈধ ছাত্রছাত্রীদের হলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে ও অবাঞ্ছিত অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে। ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাব্যবস্থা ও গোটা দেশের জন্য কখনই তা কল্যাণকর হতে পারেনা।